...
(একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা
বাড়ি-৪৪, সড়ক-১২/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
www.pmeat.gov.bd;ফ্যাক্স: ০২-৮১৯১০১৯

স্মারক নম্বর: ৩৭.২৪.০০০০.০০৪.০৬.০০২.১৮.৪৭

তারিখ: ৫ কার্তিক ১৪২৭
২১ অক্টোবর ২০২০

বিষয়: **মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন অধিদপ্তর-দপ্তর-সংস্থার উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহ্বান।**

সূত্র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৫.০১.০০৫.২০-১০৭ তারিখ: ০৮ অক্টোবর ২০২০।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ধারণা নির্ধারিত ফরমেট অনুযায়ী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো।

অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার নাম: প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

১। উদ্ভাবনের শিরোনাম: দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান কার্যক্রম অনলাইনকরণ।

২। কীভাবে যাত্রা শুরু/পটভূমি

অর্থের অভাবে দেশের শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা যাতে ঝরে না পড়ে সে লক্ষ্যে ২০১৩ সাল থেকে কার্যক্রম করে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট। ট্রাস্ট সারা দেশের সকল সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ষষ্ঠ থেকে স্নাতক ও সমমান শ্রেণির দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণের পাশাপাশি দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের চিকিৎসার জন্য এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করছে ২০১৫ সাল থেকে। সে লক্ষ্যে একটি নির্দেশিকা ও প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিদ্যমান সেবাদান পদ্ধতি

বর্তমানে দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান সেবাটি ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে করা হয়। এক্ষেত্রে, ট্রাস্টের ওয়েবসাইট থেকে ফরম ডাউনলোড করে প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র সংযুক্ত করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর ও সিল নিয়ে শিক্ষার্থীরা ডাকযোগে/সরাসরি ট্রাস্টে আবেদন করে। এরপর প্রাপ্ত আবেদনসমূহের হার্ডকপি সর্টিং ও ট্রাস্টের কম্পিউটারে এন্ট্রি করা হয়। এন্ট্রিকৃত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক বছরে তিনবার নির্ধারিত কমিটি নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের আর্থিক অনুদান প্রদানের জন্য সুপারিশ করে। সর্বশেষে নির্ধারিত কমিটির সভার সুপারিশ মোতাবেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর আর্থিক সহায়তার চেক ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়। বিদ্যমান পদ্ধতিতে বছরের যে কোন সময় শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারে।

বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহ

অনেক ক্ষেত্রেই কাগজপত্র সত্যায়নের জন্য উপযুক্ত কর্মকর্তা খুঁজে পাওয়া যায় না, ফলে বারবার ভিজিট করতে হয় । আবেদনকারীকে ফোন করতে হয় বা অফিসে সরাসরি এসে জানতে হয় আবেদন পৌঁছালো কি না। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কোনটির অভাবে বা কী কারণে আবেদন বাতিল হলো তা জানতে পারে না । শিক্ষার্থীদের অফিসে বারবার ফোন করতে হয় অথবা যারা ফোন নম্বর জানে না তারা অফিসে এসে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বারবার ভিজিট করে জানতে পারে তার নামে ট্রাস্ট থেকে কোন চেক এসেছে কি না। শিক্ষার্থীরা সরাসরি আর্থিক অনুদানের অর্থ হাতে পায় না। এছাড়া, যেসব প্রতিষ্ঠান প্রধান নগদ অর্থ না দিয়ে পুনরায় চেকের মাধ্যমে অর্থ দেয় সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে উক্ত চেকের অর্থ উত্তোলনের জন্য দূরবর্তী কোন ব্যাংকে যেয়ে তার নামে একটি হিসাব চালু করে তার অর্থ উত্তোলন করতে পারে। এতে সময় ও অর্থের অপচয় হয়।

অনুপ্রেরণার উৎস ও গৃহীত পদক্ষেপ

বর্তমান সরকার রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তাই সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বি-নির্মাণের লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের চিকিৎসার জন্য এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদানের কার্যক্রমকে অনলাইনভিত্তিক করার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা/সমাধান

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদানের আবেদন নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে গ্রহণের জন্য একটি সফটওয়্যার তৈরি করা হচ্ছে যার সাথে সারা দেশের সকল জেলা-উপজেলা/থানার সকল সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডাটাবেজের সমন্বয় করা হবে। জন্ম নিবন্ধনের বা যাদের ক্ষেত্রে NID প্রযোজ্য তার লিংক থাকবে। আর এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা ঘরে বসে খুব সহজে অনলাইনের মাধ্যমে নিজেরাই নিজেদের আবেদন করতে পারবে।

এ পদ্ধতিতে সারা দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ষষ্ঠ থেকে স্নাতক ও সমমান শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বছরের যে কোন সময় অনলাইনে আবেদন করতে পারবে। অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইয়ের পর বছরে তিনবার নির্ধারিত কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এককালীন ১০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত আর্থিক অনুদান অনলাইন/মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে প্রদান করা হবে। এ জন্য অনলাইনে নির্ধারিত ফরমে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষার্থীদেরকে নিজের অথবা তার মা-বাবা অথবা মা-বাবার অবর্তমানে অভিভাবকের মোবাইল নম্বর সংযোজন করতে হবে।

টেকসইকরণে গৃহীত ব্যবস্থা

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আর্থিক অনুদান প্রদানের কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন করার কাজকে আরো বেশি টেকসই করার জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের নিকট দ্রুতগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট পৌঁছে দিতে হবে। এছাড়া তথ্যপ্রযুক্তির সকল সুবিধা প্রদান ও আইসিটির ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদেরকে আরো দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। সে লক্ষ্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপারে সচেতনতা তৈরির জন্য তাদেরকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। আর্থিক অনুদান প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ডাটাবেজ সার্ভারে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হবে। এর ফলে অনলাইনে আর্থিক অনুদান প্রদান আরো বেশি স্বচ্ছ ও টেকসই হবে এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাবে।

৩। **এই উদ্যোগ কি কল্যান বয়ে আনবে**?:

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে দুর্ঘটনার গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান নীতিমালা, ২০১৫ এর আওতায় আর্থিক অনুদান হিসেবে এ পর্যন্ত ২৭ জন গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে তাদের শিক্ষা জীবন চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে আবেদনপত্রটি ডাকযোগে অথবা সরাসরি ট্রাস্টে প্রেরণ করতে হয় এতে করে আবেদনকারীর আর্থিক এবং সময় ব্যয় হতো। কিন্তু ই-আর্থিক হওয়ায় যে কোনো সময় যে কোনো জায়গা থেকে খুব কম সময়ের মধ্যে আবেদন করতে পারে। এতে করে তারা খুবই আনন্দিত। এই পদ্ধতিতে একজন দুর্ঘটনার গুরুতর আহত শিক্ষার্থী খুব কম সময়ের মধ্যে আর্থিক অনুদানের জন্য আবেদন করতে পারবে। ফলশ্রুতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য পূরণ করতে এটি অনেকাংশে সাহায্য করবে। ই-আর্থিক অনুদান পদ্ধতির মাধ্যমে সেবার মান বাড়বে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সৃষ্টি হবে।। কম সময়ে অনেক বেশি সংখ্যক আবেদন যাচাই-বাচাই করে তাদেরকে সঠিক সময়ে অনুদান বিতরণে সহায়তা করবে।

৪। **উপকারভোগীর প্রতিক্রিয়া:**

আমার নাম রহিমা আক্তার মনি। আমি ইমরান আহমেদ সরকারি মহিলা কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থী। আমি রিক্সাযোগে কলেজে যাওয়ার পথে পিছন থেকে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় রিকসা থেকে পড়ে যাই। আমার বাম হাত এবং বাম পায়ে ব্যাপক আঘাত পাই, যার কারণে আমাকে সিলেট ওসমানী মেডিকেলে ভর্তি হতে হয়। সেখানে প্রায় এক সপ্তাহ থাকতে হয়। এর চিকিৎসা বাবদ আমার বাবার প্রায় ৫০,০০০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা খরচ হয়। এই অবস্থায় আমি আমার কলেজের অধ্যক্ষ স্যার মারফত জানতে পারি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে দুর্ঘটনার কারণে আহত শিক্ষার্থীদেরকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়। আমি এই আর্থিক অনুদানের জন্য আবেদন করি। একটা সময় পরে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে আমাকে ২০,০০০ (বিশ) হাজার টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়। এই টাকা আমার চিকিৎসা খরচ মেটাতে অনেকাংশে সাহায্য করেছে। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর এই উদ্যোগের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

রহিমা আক্তার মনি, দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী, ইমরান আহমেদ সরকারি মহিলা কলেজ, জৈন্তাপুর, সিলেট।

৫। টিসিভি/গ্রাফ/ইনফোগ্রাফিকস/ছ/ভিডিও বিশ্লেষণ

ক্রম:	ধাপসমূহ	Time (T)	Cost (C)	Visit (V)
১.	ট্রাস্টের ওয়েবসাইট থেকে ফরম ডাউনলোড করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর-সিল নিয়ে ডাকযোগে আবেদন প্রেরণ	৩-৪ দিন	১০০-১৫০ টাকা	৩ বার
২.	প্রাপ্ত আবেদনসমূহের হার্ডকপি ক্যাটাগরি অনুযায়ী সর্টিং ও ট্রাস্টের কম্পিউটারে এন্ট্রি ও এন্ট্রিকৃত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক নির্ধারিত কমিটি'র মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের আর্থিক অনুদানের জন্য সুপারিশ	০৪ মাস	০	৪-৫ দিন
৩.	শিক্ষার্থীদের আর্থিক অনুদান প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা ও প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট অফিসে আর্থিক অনুদান সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার জন্য সরাসরি যোগাযোগ, ফোন, ফেসবুক পেজ ও অন্যান্যভাবে যোগাযোগ	৪-৫ মাস	১০০-২০০ টাকা	৪-৫ বার
৪.	জেলা প্রশাসক/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের আর্থিক অনুদানের চেক প্রেরণ	৪-৫ দিন	১০ টাকার স্ট্যাম্প	২-৩ বার

৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম (Innovation Team)

ক্র:	সদস্য/সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিমের গ্রুপ ছবি-০১

১.	বেগম নাসরীন আফরোজ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ধানমন্ডি, ঢাকা	
২.	কাজী দেলোয়ার হোসেন পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ধানমন্ডি, ঢাকা	
৩.	বেগম জান্নাতুল ফেরদৌস উপ-পরিচালক (উপসচিব) প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ধানমন্ডি, ঢাকা	
৪.	কাজী হাসিবুদ্দীন আহমেদ সহকারী পরিচালক (উপবৃত্তি) প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ধানমন্ডি, ঢাকা	
৫.	বেগম রেজওয়ানা আক্তার জাহান সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ধানমন্ডি, ঢাকা	

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিমের গ্রুপ ছবি-০২

৬.	জনাব যাদব সরকার সহকারী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ধানমন্ডি, ঢাকা	
৭.	জনাব মো: আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রোগ্রামার প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ধানমন্ডি, ঢাকা	
৮.	জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সোহাগ সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ধানমন্ডি, ঢাকা	

২২-১০-২০২০
নাসরীন আফরোজ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ফোন: ০২-৮১৯২২০০
ইমেইল: md@pmeat.gov.bd

সচিব
সচিবের দপ্তর
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

দৃষ্টি আকর্ষণঃ সিনিয়র সহকারী সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বার্ষিক কর্মসম্পাদন, সেবা উন্নয়ন ও উদ্ভাবন শাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

স্মারক নম্বর: ৩৭.২৪.০০০০.০০৪.০৬.০০২.১৮.৪৭/১(২২)

তারিখ: ৫ কার্তিক ১৪২৭
২১ অক্টোবর ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১) পরিচালক, পরিচালকের দপ্তর, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
২) স্কিম পরিচালক, HSP, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ঢাকা।
৩) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৪) উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, উপমন্ত্রীর দপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৫) উপ-পরিচালক, উপ-পরিচালকের দপ্তর, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
৬) সহকারী পরিচালক, উপবৃত্তি শাখা, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
৭) সহকারী পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

৮) সহকারী পরিচালক , প্রশাসন শাখা , প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
৯) সহকারী পরিচালক, অর্থ ও হিসাব শাখা, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
১০) প্রোগ্রামার , আইসিটি শাখা , প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
১১) সহকারী প্রোগ্রামার , আইসিটি শাখা , প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
১২) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, অর্থ ও হিসাব শাখা, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
১৩) ব্যক্তিগত সহকারী, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর , প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
১৪) ব্যক্তিগত সহকারী, পরিচালকের দপ্তর, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
১৫) ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, আইসিটি শাখা , প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
১৬) ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, আইসিটি শাখা , প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
১৭) অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, অর্থ ও হিসাব শাখা, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
১৮) অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
১৯) ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, আইসিটি শাখা , প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
২০) ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, আইসিটি শাখা , প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
২১) অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, উপবৃত্তি শাখা, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
২২) অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, প্রশাসন শাখা , প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

২২-১০-২০২০
নাসরীন আফরোজ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক